উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বৃহস্পতিবার ২৫ আশ্বিন ১৪২৪ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ১৪২ সংখ্যা

পাহাড় কাজ চায়

পাহাড় শান্ত। সেখানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসছে। দীর্ঘদিন বন্‌ধ পালন করার ফলে সেখানকার অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। পাহাড়বাসীর জীবন আজ নানা সমস্যার সম্মুখীন। বিভিন্ন পরিসেবা দ্রুত স্বাভাবিক করা দরকার, যাতে সাধারণ মানুষ আবার স্বচ্ছন্দ জীবনে ফিরতে পারেন। পাহাড়ের প্রধান দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চায় ইতিমধ্যে ভাঙন ধরেছে। সেই ভাঙনের হাত ধরে নেতৃত্বে বদল ঘটেছে। নতুন নেতা হিসেবে দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখছেন বিনয় তামাং। বিমল গুরুং এবং রোশন গিরি পাহাড়ছাড়া। বিমল গুরুং এখন আত্মগোপন করে আছেন অন্য কোথাও। রোশন গিরিও পাহাড়ে নেই। মোর্চা কর্মী-সমর্থকরা নতুন নেতৃত্বকে মেনে নিচ্ছেন এমন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির বেশিরভাগ সদস্যই মঙ্গলবার পাহাড়ের প্রশাসনিক বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান বিনয় তামাংয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর শিবিরে যোগ দিয়েছেন। ছাত্রদের সংগঠন বিদ্যার্থী মোর্চা আগেই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। জানা যাচ্ছে, দলের যুব মোর্চার অর্ধেকের বেশি সদস্যও এখন বিনয় তামাংয়ের অনুগামী। ছাত্র ও যুবদের এই দুই বাহিনীই ছিল বিমল গুরুংয়ের মূল শক্তি। এখন সেই দুই সংগঠনেও ফাটল ধরায় বিমল গুরুং আরও কোণঠাসা হলেন। ইতিমধ্যে কার্সিয়াং এবং দার্জিলিং পুরসভা বিনয় তামাংয়ের সঙ্গী হয়েছে। কালিম্পং পুরসভার চেয়ারম্যান কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে রাজি না হলেও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যেহেতু তাঁরা জনপ্রতিনিধি সেহেতু তাঁরা পুরসভার যা কাজ তা করে যাবেন। পাহাড়ে মোর্চা শিবিরে কারা কোন পক্ষে গেলেন, কারা কর্তৃত্ব আরও বাড়িয়ে নিলেন, কারা অধিক কোণঠাসা অবস্থায় পড়লেন-– এসবই মোর্চার অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে যেহেতু মোর্চা এখনও পাহাড়ে প্রধান শক্তি বিবেচিত, তাই তার অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ভাঙাগড়া, নেতা বদল ইত্যাদি পাহাড়ের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলে বইকি। মোর্চায় নেতৃত্বের বদল মানসিকতা এবং কর্মসূচিতেও বদল ঘটাবে ধরে নেওয়া যায়। তেমনটা ঘটছেও। বিনয় তামাং ঘোষণা করেছেন, পাহাড়ে আর বন্‌ধ নয়, এবার থেকে গোর্খাল্যান্ডের জন্যে আন্দোলন হবে গণতান্ত্রিক পথে। আন্দোলন হতেই পারে, তবে তা সাধারণ মানুষকে দুরবস্থায় ঠেলে দিয়ে নয়। আগামী ১৬ অক্টোবর তৃতীয় দফায় সর্বদলীয় বৈঠক বসবে। সেই বৈঠকে পাহাড়বাসীর কথা ভেবে আরও ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হবে আশা করা যায়। ইতিমধ্যে একটি সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহাড়ে সমস্তরকম নাগরিক পরিসেবা বন্ধ থাকায় জনজীবন যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, উন্নয়নের কাজ যে থমকে গিয়েছিল সেকথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার অবিলম্বে সমস্তরকম নাগরিক পরিসেবার কাজ শুরু করতে উদ্যোগী। পানীয় জল সরবরাহ, র‍্যাশন দোকান খোলা, বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখা ইত্যাদি নানা পরিসেবায় জোর দেওয়া হবে। রাস্তা মেরামত, সেতু রক্ষণাবেক্ষণ, একশোদিনের কাজ ফের শুরু করা হলে পাহাড়ের মানুষ আবার তাঁদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ খুঁজে পাবেন। সরকারি হিসেবে পাহাড়ে সাম্প্রতিক আন্দোলন তথা ধ্বংসযজ্ঞে সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। জেলা প্রশাসন থেকে ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে নবান্নে। পাহাড়ের হাল ফেরাতে তাই সরকার অধিক অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এবার টাকা দেওয়া হবে প্রকল্প ধরে ধরে। কাজের পরে ইউসি দিতে হবে। জিটিএ-র নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান বিনয় তামাং কাজ শুরু করে দিয়েছেন বলেই জানা যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের সবরকম সহযোগিতা তিনি পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীও চাইছেন অডিটের কাজ শেষ করে বিমল গুরুংয়ের আমলের দুর্নীতি প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে, সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক পরিসেবা ও উন্নয়নের কাজ শুরু করে পাহাড়কে বদলে দিতে। বন্‌ধ বিধ্বস্ত পাহাড় এখন কাজ চায়। উন্নয়ন চায়। পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু হলে সে কাজে শামিল হতে পারবে পাহাড়বাসী, সাড়ে তিন মাসের গুমোট তাতে কেটে যাবে নিশ্চয়ই।

অমৃতধারা

স্বপ্ন ও জাগরণ একই মনের দুটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। এই হিসেবে জাগ্রত অবস্থাও যেমন সত্য, স্বপ্নাবস্থাও তেমনি সত্য। জাগ্রত অবস্থায় মন এই জগতের স্বরূপ না বুঝে আপন ইচ্ছামতো এতে নানারূপ অনুমান করছে। বাস্তবিক দেখতে গেলে তার আরোপ সমস্তই মিথ্যা। তেমনি স্বপ্নাবস্থাতেও মন আপন ইচ্ছামতো কল্পনা করে চলেছে। ওটাও মিথ্যা। সুতরাং মনের হিসাবে জাগ্রতাবস্থায়ও যেমন সত্য, স্বপ্নাবস্থায়ও তেমনি সত্য। জীব অবিদ্যার অধ্যাস আর ঈশ্বরের মায়ায় অধ্যাস। স্বপ্নই জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির নিশানা। যে যত উন্নত স্বপ্ন দেখবে, সে তত অগ্রসর হয়ে চলেছে। পূর্ব সংস্কার যতই ডুববে, নূতন সংস্কার ততই ভেসে উঠবে।

সন্ন্যাসই চরম সাধনা। সন্ন্যাসী নিজের মধ্যেই সব দেখবে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দ উপভোগ করবে। সেই তো প্রকৃত ভোক্তা। জ্ঞানীর মৃত্যু ঘূর্ণিবায়ুর মতো, তাকে কোথায়ও যেতে হবে না। ঘূর্ণিবায়ু যেমন হঠাৎ উঠে অল্পেই আবার সেই বায়ুতে মিশে যায়, তেমনি জ্ঞানীর মৃত্যুতে হঠাৎ একটা আবর্তন এসে তার প্রাণ বায়ুকে মহাবায়ুতে মিশিয়ে দেয়। সে শিবোহহং বলে সেই আবর্তনটা কেটে উঠে। সে পূর্বেও যা ছিল, এখনও তাই রইল। এ জন্য জ্ঞানীর দেহ হতে কিছু বের হয়ে যায় না। একটা ত্রিভঙ্গ মূর্তি এসে সব সময় চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে যে কী সুখ, তা তো বুঝতে পারি না। তার তত্ত্ব জানলে তবে না সুখ। সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দের কোনো বিগ্রহে লয় হবে না- সাক্ষীভাবে লয় হবে।

— **শ্রীমৎস্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব**

শব্দরঙ্গ ■ ১৮১৬

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি ঃ ১। ঘরে ছাদের সঙ্গে যুক্ত কাঠ বা ভাগের জমি ৩। উগ্র ও টকটকে ৪। সীতা অথবা অন্য কারও বাবা ৫। ময়দা বা চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি মিষ্টি খাবার ৭। চা খেতে লাগে অথবা খেলায় জিতলে মেলে ১০। ডাব অথবা খোকার বিশেষণ ১২। ক্রমাগত শব্দে কানের যে অবস্থা হয় ১৪। পথচারী ১৫। এঁর দশটা মাথা আছে বলেই এমন নাম ১৬। ঘোর অন্ধকার।

উপর-নীচ ঃ ১। তিরস্কার করা ২। কমলা রংয়ের সবজি ৩। বিভিন্ন রকমের জিনিস ৬। পরিধেয় বস্ত্র ৮। মাসের প্রথম তারিখ ৯। কথোপকথন বা আলাপ আলোচনা ১১। ভিজিটের বিনিময়ে ডাক্তারের কাছ থেকে যা পাই ১৩। শক্তিমত্তা বা পরাক্রম।

সমাধান ■ ১৮১৫

পাশাপাশি ঃ ১। মেঘনাদ ৫। বরজ ৬। রকমফের ৮। মোদ্দা ৯। চিহ্ন ১১। মেহেরবানি ১৩। বাহানা ১৪। হরবোলা।

উপর-নীচ ঃ ১। তবলচি ২। মেজ ৩। নানক ৪। ডহর ৬। রদ্দা ৭। মধ্যাহ্ন ৮। মোহর ৯। চিনি ১০। খুঁটিনাটি ১১। মেনকা ১২। বাবর ১৩। বালা।

শুধু ফাঁসি নয়, মৃত্যুদণ্ড নিয়েই জনমত সংগ্রহ জরুরি

যে কোনো মৃত্যুই হওয়া উচিত যন্ত্রণাহীন। শীর্ষ আদালতের এই রায় প্রসঙ্গে মৃত্যুদণ্ড নিয়েই প্রশ্ন তুললেন সুস্মিতা রায়।

দেশের সর্বোচ্চ আদালত সম্প্রতি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য ফাঁসি দেওয়া উচিত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সর্বোচ্চ আদালত মনে করে, যে কোনো মৃত্যুই যন্ত্রণাহীন ও মর্যাদাময় হওয়া উচিত। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে ফাঁসি দিয়ে তা কার্যকর করা ঠিক কিনা তা ভাবা দরকার। এর বিকল্প হিসাবে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু কীভাবে কার্যকর করা যায় তার উপায় বার করতে কেন্দ্রকে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে দিল্লি উচ্চ আদালতের আইনজীবী ঋষি মালহোত্রা সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কাউকে ফাঁসি দিলে যে বিপুল যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তা কখনোই কাম্য নয়। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র এই বিষয়ে সহমত পোষণ করেন এবং যন্ত্রণাহীন মৃত্যু কীভাবে কার্যকর করা যায় সেই বিষয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট দিতে বলেন। বস্তুত মৃত্যুদণ্ড এমনই এক নির্দেশ, যা শুনলে যে কোনো মানুষেরই শিহরিত হওয়া স্বাভাবিক। চরম ও বিরলতম অপরাধের শাস্তি হিসাবে বিচারপতিরা মৃত্যুদণ্ড দেন। যদিও মানবাধিকারের নিরিখে চরম ঘৃণ্য অপরাধীদেরও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় কিনা তা নিয়ে সারা বিশ্বে বিতর্ক অব্যাহত। স্বাধীনতার ৭০ বছর পর ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। খোঁজ চলছে যন্ত্রণাহীন বিকল্প মৃত্যুর। কিন্তু আদৌ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় কিনা তা নিয়ে এখন অবধি জাতীয়স্তরে কোনো বিতর্ক সেইভাবে দানা বাঁধেনি। মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার বিষয়টি যে সর্বোচ্চ আদালতের ভাবনায় এখন নেই, সেই বিষয়টিও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডের সাজা নয়, তা কার্যকরের পদ্ধতি নিয়েই কথা বলা হচ্ছে।

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত কি অনুচিত তা নিয়ে ইতিমধ্যে সারা বিশ্ব বিভাজিত। এক তৃতীয়াংশ দেশেই অবশ্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান আছে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জাপান, ইরান সহ আরবের বিভিন্ন দেশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ইত্যাদি বহু দেশে তা বহাল। যদিও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মেক্সিকো, ইউরোপের কাউন্সিল অন্তর্ভুক্ত সব দেশেই মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে সেখানে আক্ষরিক অর্থেই আজীবন কারাবাস সহ বিভিন্ন দণ্ডের নিদান আছে। শুধু মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই নয়, তা কার্যকর করতেও বেশ কিছু দেশ এগিয়ে আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংগঠন কর্তৃক করা সমীক্ষা অনুসারে ২০১২ সালে সবথেকে বেশি মৃত্যুদণ্ড যে দেশগুলিতে কার্যকর হয়েছিল, তার প্রথমেই আছে কমিউনিস্ট চিন। চার হাজারের বেশি মৃত্যুদণ্ড ওখানে কার্যকর হয়েছিল। তালিকায় চিনের পরেই ছিল ইরান (৩১৪+)। তারপর ইরাক (১২৯), সৌদি আরব (৭৯+), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৪৩), ইয়েমেন (২৮), সুদান (১৯), আফগানিস্তান (১৪) ইত্যাদি দেশ। উদারিকরণের হাওয়া বয়ে গেলেও প্রজাতন্ত্রী চিনের অভ্যন্তরীণ খবরাখবরের সিংহভাগ এখনও লৌহ যবনিকার অন্তরালেই থাকে। তাই ২০১২ সালে ওখানে কার্যকর হওয়া মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা ঠিক কত ছিল তা নিয়ে সংশয় আছে। শুধু মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করাই নয়, কোন অপরাধের জন্য এই বিধান দেওয়া হবে, তা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। মূলত হত্যা, ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধে এই বিধান দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো ডাকাতির ঘটনায় যদি একজনও নিহত হয়, সেই ক্ষেত্রে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হয়। মানুষ পাচার, ধর্ষণে যুক্ত অপরাধীদের প্রাণদণ্ড দেওয়ার বিধান আছে চিন সহ বিভিন্ন দেশে। এমনকি চিনে দুর্নীতি, এমনকি উৎকোচ গ্রহণের শাস্তি-ও মৃত্যুদণ্ড।

সভ্যতা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিকাশের সঙ্গে মানব মনের গভীরে এখনও নিষ্ঠুরতার চোরা স্রোত যে বহমান, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অপরাধে তা পরিষ্কার। অপরাধীদের যতই শাস্তি দেওয়া হোক, অপরাধের মাত্রা ও সংখ্যা কমছে না। পরন্তু দিনদিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীরা এর কারণ অনুসন্ধানে যতই চুলচেরা বিশ্লেষণ করুক না কেন, এই দেশ সহ সারা বিশ্বে অপরাধ কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, ফলে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, মৃত্যুদণ্ড দিলেই কি অপরাধ নিবৃত্ত করা যাবে ? বিশেষত নৃশংসভাবে হত্যা, ধর্ষণের মতো গর্হিত অপরাধ কি এর ফলে রোধ করা সম্ভব ? তা যে নয়, সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি ঘটনায় তা বোঝা যায়। বেশ কয়েক বছর আগে দক্ষিণ কলকাতায় এক কিশোরী ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে ওই আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যুদণ্ড হয়। যা নিয়ে রাজ্যব্যাপী আলোড়ন উঠেছিল। মানব অধিকারের পক্ষে থাকা সমাজের এক অংশ এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। পক্ষান্তরে অনেকে এর পক্ষে মুখর হয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে সুর চড়ানো ব্যক্তিত্বদের বক্তব্য ছিল, এই চরম দণ্ড দেওয়া জরুরি। যা নজির হয়ে থাকবে। এর ফলে এমন জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করার প্রবণতা কমবে। বাস্তবে তা হওয়া তো দূরস্থান বরং এহেন প্রবণতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাত্র কয়েক বছর আগে দেশব্যাপী আলোড়ন তোলা নির্ভয়াকাণ্ড, বা এই রাজ্যের কামদুনিতে নিষ্ঠুর নৃশংসভাবে ছাত্রী ধর্ষণ ও হত্যা তার প্রমাণ।

ফাঁসি হোক বা বিদ্যুৎ চেম্বার, গুলিবর্ষণ ইত্যাদির সাহায্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রতিটি পদ্ধতিই নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। পাশ্চাত্যে বিষাক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করে যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। এইভাবে কোনো নাগরিকের প্রাণহরণ করার (সে যতই অপরাধী হোক) অধিকার রাষ্ট্রের আছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। এই দেশে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ৫২টি প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়েছে বলে সরকারের দাবি। যদিও বেসরকারিভাবে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি। চরমদণ্ডে দণ্ডিত বহু অপরাধী এই রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন সংশোধনাগারে বন্দি আছেন। সাধারণ জনমানসেও মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে বিপক্ষে মত কম নয়। ভারত এখনও মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা ২০০৭ সালে মৃত্যুদণ্ড রদ করা নিয়ে প্রস্তাব আনে। ভারত তার বিপক্ষে ভোট দেয়। ২০১২ সালে রাষ্ট্রসংঘ ফের সারা বিশ্বে প্রাণদণ্ড তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব আনলে তখনও বিরোধিতা করে ভারত। ২০১৫ সালে ল' কমিশন বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া দেশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানায়। গত মাসেও কমিশন জানায়, তারা মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী। একমাত্র রাষ্ট্রদ্রোহিতা, উগ্রপন্থার মতো ঘটনা ছাড়া এই চরম দণ্ড উঠিয়ে দেওয়াই ভালো। নয় সদস্য বিশিষ্ট কমিশনের সকলেই যে এই বিষয়ে একমত হয়েছেন তা নয়, কিন্তু বিশতম ল' কমিশনের মত হল, বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক হওয়া উচিত। ল' কমিশনের এই মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে এই বিষয়ে ভোট গ্রহণ কেন হবে না সেই প্রশ্নও জরুরি। ঘৃণ্য ও নৃশংস অপরাধী শাস্তি পাক সকলেই চান, কিন্তু মানবাধিকারের নিরিখে চরম দণ্ড দেওয়ার বিষয়টিও অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কারান্তরালে থাকা অপরাধীদের বিভিন্ন সেবামূলক, সাংস্কৃতিক কাজে যুক্ত করা, তাদের মন পরিবর্তনের প্রয়াসে অনেকটাই সফল এই রাজ্য। শুধু চরম দণ্ড দিলেই যে অপরাধ কমে না তা-ও প্রমাণিত।

অপরাধের বিচারে কোনটি বিরল থেকে বিরলতম বলা যায়, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ল' কমিশন। যদিও এই বিষয়ে কেন্দ্র কী অবস্থান নেবে, তা জানা যায়নি। হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড তুলে দিয়ে নৃশংস অপরাধীদের কঠোর শাস্তিবিধানের নজির বিভিন্ন দেশে আছে। সর্বোচ্চ আদালত ফাঁসির পরিবর্তে যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর সন্ধান করতে কেন্দ্রকে বলেছে। এর পাশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেওয়ার পক্ষে ল' কমিশনের সুপারিশটিও কেন্দ্রের ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে মনে হয়। এই দেশ সহ সারা বিশ্বে বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বহু ঘটনা ঘটে। সব ক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধীরা কি চরম দণ্ড পায় ? শুধু প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে নানা ধরনের অপরাধ প্রতিনিয়ত দেশে ঘটছে। যার সিংহভাগ ক্ষেত্রে অপরাধীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। শুধু ফাঁসি নয়, মৃত্যুদণ্ডই তুলে দেওয়া যায় কিনা, তা নিয়ে জনমত সংগ্রহ জরুরি। আশা করা যায় দেশের সরকার বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখবে।

জনমত

দীপাবলিতে দেশে বাজি নিষিদ্ধ হোক

দীপাবলি আসন্ন। সারা দেশ দীপাবলি উৎসব পালনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সঙ্গে বড়ো আকর্ষণ রয়েছে শ্যামাপুজা। ফলে সর্বস্তরে উৎসব পালন এবং শ্যামা মায়ের আরাধনার জন্য আকুল অপেক্ষা চলছে।

প্রতিবছর দীপাবলি উৎসবে আমরা দেখি আলোর রোশনাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক বাজি পোড়ানোর উদ্যোগ। ওইদিন রাস্তাজুড়ে বাজি পোড়ানোয় মেতে ওঠে যুবক ও শিশুরা। বয়স্করাও অনেকে তাতে যোগ দেন। বাজির কান ফাটানো আওয়াজ থামতেই চায় না। রাস্তায়, বাড়ির ছাদে, অলিতে গলিতে বাজি পোড়ানোর উৎসব চলে। আর তাতে তৈরি হয়ে যায় এক আতঙ্কের পরিবেশ। বাড়িতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা, অসুস্থ ব্যক্তিরা এহেন শব্দদূষণে অসহায় বোধ করেন। কিন্তু তাঁদের কথা ভাববার অবসর কারও থাকে না।

এবার রাজধানী দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলে শব্দ ও আতসবাজির বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে সুপ্রিমকোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, আসুন, এবছর, দীপাবলিতে বাজি না পুড়িয়ে কাটানোর চেষ্টা করা যাক। উল্লেখ্য, ১ নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লি এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বাজি বিক্রি বন্ধ থাকছে। এর কারণ একটাই, দূষণ রোধের চেষ্টা। দিল্লির আকাশে বাতাসে দূষণের মাত্রা ভয়াবহ। জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দিল্লিতে বাজি বিক্রি বন্ধের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। দিল্লির সরকার আদালতে জানিয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা যাতে বাজি ছাড়াই উৎসবের আনন্দে মেতে উঠতে পারে তার জন্যে তাঁরা প্রচার চালাচ্ছেন।

এখানে উল্লেখ্য, আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্ক যাঁরা করার তাঁরা তো তা করবেই। কিন্তু সুস্থ চিন্তার মানুষজন নিশ্চয় আদালতের রায়কে স্বাগত জানাবেন। শুধু দিল্লি কেন সারা দেশে বাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া দরকার। দূষণ তো কেবল দিল্লিতে সীমাবদ্ধ নেই। সর্বত্রই দূষণের রাজত্ব চলছে। একটু সুস্থ জীবনযাপনের আশায় আমরাও কি বাজি পোড়ানো ছেড়ে একটু অন্যভাব আলোয় আলোয় উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারি না ? শিলিগুড়ি তথা উত্তরের মানুষ দীপাবলির আগে এইভাবে একটু ভাবুন, অনুরোধ রইল।

সুন্দর কর
অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

আর্জি

শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের মিশন নির্মল বাংলা নামে সলিড ওয়েস্ট অপসারণের গাড়ি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব মহাশয় প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য 'মিশন নির্মল বাংলা' নামে কয়েকটি গাড়ি শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনকে দিয়েছিলেন। তাতে কর্পোরেশনের জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে অনেকটা সুবিধা হয়েছে। তবে এই গাড়ি যখন খালি অবস্থায় যায় তখন খুব দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। কাজেই এই গাড়ি মাঝেমধ্যে ধোয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। এতে পরিবেশদূষণ ও দুর্গন্ধ থেকে জনসাধারণ রেহাই পাবেন।

আশিস সিনহা
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

কেরোসিনের কালোবাজারি

প্রকাশ্যে হাটেবাজারে কেরোসিনের কালোবাজারি চলছে। জলপাইগুড়ি শহরেও তা দেখা যাচ্ছে। সরকার ব্যাপারটি দেখুক। প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।

অমলেন্দু আচার্য
সেনপাড়া, জলপাইগুড়ি

ট্রাফিক পুলিশ চাই

শিলিগুড়ি শহরে প্রধান সড়কগুলি বাদ দিলেও শহর মধ্যবর্তী বহু অঞ্চলই ব্যস্ত থাকে সারাদিন। যান চলাচল হয় বিস্তর। যেমন নেতাজি মোড়। এই মোড় থেকে সুভাষপল্লি বাজারের দিকে এগোলে যে চার রাস্তার মোড় সেখানে একজন ট্রাফিক পুলিশের বড়োই প্রয়োজন। প্রশাসন ব্যবস্থা নিলে উপকৃত হব।

নির্মল বসাক
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সবজির দাম আগুন

সবজির বাজার এখন আগুন। এমনকি আলুর দামও এখন ঊর্ধ্বমুখী। এ নিয়ে এখনই ভাবনাচিন্তা করা না হলে পরবর্তীতে অসুবিধা হবে। প্রতিবছরই হয়। প্রশাসন ভাবুক।

নীলা কর
রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

বন ধ্বংস বন্ধ হোক

শরতেও শিলিগুড়ি বা উত্তরের অন্য শহরগুলিতে যথেষ্ট গরম যা অতীতে দেখা যায়নি। অর্থাৎ সবুজায়নে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। বন ধ্বংস আটকাতে হবে।

শ্যামল সেন
বাঘাযতীন পার্ক, শিলিগুড়ি।

শান্ত হচ্ছে পাহাড়

মনে হচ্ছে, পাহাড় আবার শান্ত হয়ে আসছে। হয়তো সহসা আবার হাসতে শুরু করবে। ভালো লাগছে। ধন্যবাদ সবাইকে।

সুমন্ত কর
অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

রাজ্য সরকারের ভাবনা স্বাগত

সংবাদ বলছে, রাজ্য সরকার ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল চুক্তির পুনর্মূল্যায়নের দাবি জানাবে কেন্দ্রের কাছে। এমন দাবি স্বাগত। ভালো লাগছে জেনে যে, অনেক দেরিতে হলেও রাজ্য সরকার অবশেষে আমাদের পুনঃপুনঃ করা দাবিকে মান্যতা দিচ্ছে। নেপালিদের ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধি, গোর্খাল্যান্ড দাবিতে টানা ১০৪ দিনের পাহাড় বন্‌ধে সরকারের টনক নড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

২০০৫ সাল থেকে বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি লাগাতার আন্দোলন করে ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল চুক্তির ৭ অনুচ্ছেদ বাতিল করার দাবি করেছে বারে বারে। বাধ্য হয়ে প্রকাশ্যে এই চুক্তির ৭ নম্বর অনুচ্ছেদের কপি পর্যন্ত পুড়িয়েছে। সঙ্গে ভারত-নেপাল সীমান্তে বর্ডার আউট পোস্ট, কাঁটাতারের বেড়া, পাসপোর্ট ও ভিসা দাবি করেছে। আমাদের দাবি, নতুন নেপালি অনুপ্রবেশ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বিদেশি নেপালি শনাক্ত করে তাদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিতে হবে। ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল চুক্তির ৭ নম্বর অনুচ্ছেদের বলেই উন্মুক্ত সীমান্ত পার হয়ে অবাধে নেপালির অনুপ্রবেশ ঘটছে। তার জন্য উক্ত চুক্তির ৭ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।

ডাঃ মুকুন্দ মজুমদার, সভাপতি
বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটি, শিলিগুড়ি।

অবহেলিত সড়ক, সংস্কার জরুরি

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত দোমোহনি ১/২ নম্বর অঞ্চলের সিঙ্গিমারি গ্রামের রাস্তার বেহাল দশা দীর্ঘদিন যাবৎ পরিলক্ষিত হচ্ছে। অভিভাবকহীন অবস্থার কারণে সংস্কারের কাজ হচ্ছে না। দোমোহনি আরপিএফ মোড় থেকে বাঁ দিক দিয়ে গিয়েছে সে রাস্তাটি। বেহাল দশা দেখে অনেকেই এ রাস্তাটি ব্যবহার করতে চান না। কেননা, রাস্তার ছালবাকল বেরিয়ে গিয়েছে। বেশকিছু জায়গায় এমনভাবে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে যে অসতর্ক হলে দুর্ঘনায় পড়তে হতে পারে।

এই রাস্তায় কালভার্টটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এ কালভার্টের ওপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল খুব ঝুঁকিপূর্ণ হবে। এই রাস্তাটির তাই আপৎকালীন ও জরুরিভিত্তিতে মেরামতের অনুরোধ রাখছি।

অজয় ঘোষ, পম্পা ঘোষ
পুরাতন বাজার, দোমোহনি।

অস্বচ্ছ ভোটপাট্টি

ভারতের সর্বত্র স্বচ্ছ ভারত অভিযান চলছে। মন্ত্রী, নেতা, আমলা, স্কুলের ছাত্রছাত্রী সকলেই এতে শামিল হয়েছে। কিন্তু ভোটপাট্টি রেলস্টেশনের কাছে এবং চতুর্দিকে রয়ে গিয়েছে ঘন জঙ্গল। আশেপাশে কয়েকটি বাড়ি আছে। ওই জঙ্গলে সাপ, বিষাক্ত পোকামাকড় থাকতে পারে। প্রায়ই সাপে কামড়ায় বলে শোনা যায়। ব্রিটিশ আমলের তৈরি পুরোনো একটি কোয়ার্টার এখনও জঙ্গলে ঢেকে আছে। পুজো পেরিয়ে গেল, এখনও ভাঙা হয়নি। কাজে অনেক ত্রুটি বর্তমান। স্টেশনে স্টেশন মাস্টার নেই। সারি সারি কোয়ার্টার পড়ে আছে, কিন্তু কোনো স্টাফ নেই। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেলের আধিকারিক এদিকে একটু নজর দিন।

বন্দনা ভট্টাচার্য
জোড়পাকড়ি, জলপাইগুড়ি।

হিংস্র প্রাণী পোষা অনুচিত

বন্যপ্রাণী, পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র, ভারসাম্য রক্ষা করে। এদের মেরে ফেললে ক্ষতি। তবে বোধজ্ঞানশূন্য হিংস্র প্রাণী, যেগুলো মানুষকে শেষ করে তাদের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া জরুরি। কাজেই বোধজ্ঞানশূন্য হিংস্র প্রাণী পোষা ঠিক নয়।

শিপ্রা শিকদার
মোহন্তপাড়া এক্সটেনশন, জলপাইগুড়ি।

বইপাড়া

সংবর্তিকা

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীসংঘ, দার্জিলিং জেলা কমিটির মুখপত্র 'সংবর্তিকা'। এ পত্রিকা এখন ঊনবিংশতম বর্ষে। শরতে এই পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার সম্পাদক মানবেন্দ্র সাহা। তবে এই সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন শেষাদ্রি বসু ও পল্লব বসু। এ সংখ্যায় প্রবন্ধ রয়েছে বেশ কয়েকটি। মার্কসের বিশ্ববীক্ষার কিছু দিক তুলে ধরেছেন ড. শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে লিখেছেন নিবেদিতা চক্রবর্তী। সমর সেনের কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন সুভাষ কর্মকার। রামকানাই দাসের প্রবন্ধের বিষয় অমিয়ভূষণ। এছাড়াও রয়েছে আরও প্রবন্ধ। অশোক ভট্টাচার্য শুনিয়েছেন নগরায়ণ, নগর অর্থনীতি এবং তাঁর সাম্প্রতিক চিন সফরের অভিজ্ঞতার কথা। পত্রিকার আকর্ষণ বাড়িয়েছে একডজনেরও বেশি গল্প, কবিতা, ভ্রমণ, স্মৃতিচারণা, শিশুসাহিত্য ইত্যাদি। লেখকসূচিতে রয়েছেন বিপুল দাস, কমল আচার্য, দেবেশকান্তি চক্রবর্তী, দেবাশিসকুমার রায়, আশিস ধর, সুদীপ চৌধুরী, শিবানী দাশ, জিয়াদ আলী, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কঙ্কণ নন্দী, ব্রততী ঘোষরায়, রানা সরকার, সেবন্তী ঘোষ, শুভ্রা চক্রবর্তী বিশ্বাস, কুশল বাগচী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, সদাব্রত কর, মন্দিরা ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। পত্রিকার প্রচ্ছদ এঁকেছেন সুচিত্ত অধিকারী।

অপর আলো

মাথাভাঙ্গা থেকে প্রকাশিত 'অপর আলো' সম্পাদনা করেন মুর্শিদ আলম। ষাণ্মাসিক এ পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় কোচবিহার জেলাভিত্তিক কিছু প্রবন্ধ রাখা হয়েছে। কোচবিহার জেলার পাঁচ মহকুমায় মৎস্য কেন্দ্রিক গ্রাম নাম নিয়ে সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন সুভাষচন্দ্র রায়। মাথাভাঙ্গার অসুর সমাজকে নিয়ে লিখেছেন ড. তুষারকান্তি চক্রবর্তী। পর্যটনকেন্দ্র গোসানিমারির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন কনকচন্দ্র বর্মন। কেশব সেনের কোচবিহার সংযোগ দেখেছেন ড. রাজর্ষি বিশ্বাস। মাথাভাঙ্গার কৃতী সন্তান প্রসঙ্গ আলোচনায় এনেছেন পরিতোষ অঞ্জয়। কোচবিহারের রাজবংশি সমাজের গালি, রঙ্গরস ও মূল্যবোধ তুলে ধরেছেন শচীমোহন বর্মন। এছাড়া রয়েছে গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনি, শিশুদের পাতা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে চমৎকার সম্পাদনা।

মৌনমুখর

কোচবিহার থেকে প্রকাশিত একটি কাগজ 'মৌনমুখর'। এই পত্রিকার শারদ সংখ্যায় শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে আলোচিত হয়েছেন অমিয়ভূষণ। লিখেছেন ড. সুজলকুমার আচার্য। পুনর্মুদ্রিত হয়েছে অরুণেশ ঘোষের একটি প্রবন্ধ। সার্ধ জন্মশতবর্ষে ম্যাক্সিম গোর্কিকে স্মরণ করেছেন শশিভূষণ মিত্র, তাঁকে নিয়ে এক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে। এছাড়া যথারীতি গল্প, কবিতা ইত্যাদি রাখা হয়েছে। লেখকসূচিতে রয়েছেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, পার্থ রাহা, কার্তিক মোদক এবং আরও অনেকে। এ পত্রিকার সম্পাদক শশিভূষণ মিত্র।

সাহিত্যপত্র নবলিপি

কোচবিহার থেকে প্রকাশিত আরও একটি কাগজ 'সাহিত্যপত্র নবলিপি'। সম্পাদক সুনীলকুমার সাহা। এ পত্রিকার প্রবন্ধ-নিবন্ধের বিষয় নির্বাচনও আকর্ষণীয়। ড. গৌতমকুমার দাস লিখেছেন 'দেবী চৌধুরানী কল্পিতা নন'। ড. দিগ্বিজয় দে সরকারের বিষয় অমিয়ভূষণ। ড. আনন্দগোপাল ঘোষ আচার্য দীনেশচন্দ্র ও কবি সমর সেনকে আলোচনায় এনেছেন তাঁদের উদ্দেশে সার্ধশতবর্ষ ও শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে। সুবীর সরকারের 'হাতিধরা গান' ভালো লেখা। এছাড়া বড়ো ও ছোটো মিলিয়ে গল্প রয়েছে একডজন। ভ্রমণকাহিনি, নাটক, কবিতা ইত্যাদিতে পত্রিকার শারদ সংখ্যা বিশিষ্টতার দাবি রাখে।